দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 NOV 1993
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৮

85

সরকারী স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সারা দেশের সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের জন্য দরখাস্ত গ্রহণ শেষ হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরে উক্ত অধিদপ্তরাধীন এ জাতীয় নিয়োগ দুইবার সম্পন্ন হইয়াছে এবং দুইবারই প্রার্থী নির্বাচনে তথাকথিত পয়েন্ট (১ম বিভাগ-৭, ২য়-৫, ৩য়-৩) যোগ্যতার মাপকাঠি হিসাবে ধরা হইয়াছে। আমি মনে করি, এ পদ্ধতিতে নির্বাচনের ফলে প্রার্থীর মেধা যাচাই সঠিকভাবে হয় না। ইহার কারণ বিবিধ। প্রথমতঃ, বাংলাদেশের সকল স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষামান এক নহে। দ্বিতীয়তঃ, পঠিত বিষয়ের ধরনের উপরও পয়েন্ট নির্ভরশীল, শুধু মেধার উপর নয়। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আর এই শিক্ষার মেরুদণ্ড হইতেছে শিক্ষক। এই শিক্ষক নির্বাচনে ত্রুটি থাকিলে শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হইতে বাধ্য। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ, এবারের প্রার্থী নির্বাচনে যেন পূর্বের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করা না হয়। প্রার্থী নির্বাচনে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হইলে যোগ্যতম প্রার্থীরা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পাইবেন বলিয়া মনে করি। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—সফিক; ৪৩/আর-১৪, ইন্দিরা রোড, ঢাকা-১২১৫।

॥ ২ ॥

দেশের সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা পদে লোক নিয়োগের জন্য দরখাস্ত করিবার সময়সীমা উত্তীর্ণ হইয়াছে গত ৩০-১০-৯৩ তারিখে। শর্ত ছিল, সকল পরীক্ষার সনদপত্রের কপি দরখাস্তের সহিত জমা দিতে হইবে। কিন্তু ১৯৮৯ সনের এম,এস,সি শেষপর্ব পরীক্ষা (১৯৯২ সনের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত) এবং ১৯৯৩ সনের বি, এড, পরীক্ষার ফল বিলম্বে প্রকাশের কারণে আমরা অনেকেই যথাসময়ে সনদপত্র সংগ্রহ করিতে পারি নাই বলিয়া সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসাপত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করিয়া দরখাস্ত জমা দিয়াছি। এদিকে আমাদের অনেকেরই সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের বয়সসীমা শেষ হওয়ার পথে। তাই, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট আবেদন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় এম,এসসি/বি,এড, পরীক্ষা পাসের সনদপত্র প্রদর্শনের শর্তে আমাদের আবেদনপত্র বৈধ বলিয়া বিবেচনা করা হউক।

দেবব্রত ভৌমিক ;
গ্রাম : দক্ষিণনগর,
থানা : দাউদকান্দি,
কুমিল্লা।